ভ্যাম্পায়ারের গুজব, মালাউইয়ে নিহত ৭

লিলনগোই, ১১ অক্টোবর ঃ মানুষের মধ্যে নাকি ছড়াচ্ছে ভ্যাম্পায়ার (রক্তচোষা বাদুড়)-এর উপসর্গ। গুজব রটেছে, যাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাদের নাকি আচার-আচরণ পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে। মানুষ থেকে ভ্যাম্পায়ারে পরিণত হয়েছেন সন্দেহে ইতিমধ্যেই অন্তত ৭ জনকে খুন করেছে আতঙ্কিত জনতা। বেশ কয়েকটি এলাকায় গ্রামবাসীরা রাস্তা কেটে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন। সশস্ত্র জনতা ভ্যাম্পায়ারের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার মালাউইয়ে। পরিস্থিতি সামলাতে দেশজুড়ে নৈশ কার্ফিউ জারি করেছে প্রশাসন। সেদেশের প্রেসিডেন্ট আর্থার পিটার মুতারিকা জানান, ভ্যাম্পায়ারের গুজব কীভাবে ছড়াল সেবিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত সন্ধ্যা সাতটা থেকে ১০ ঘণ্টা করে দেশে কার্ফিউ জারি থাকবে। বিশেষ প্রয়োজন না হলে রাতের দিকে মানুষকে বাড়ির বাইরে না আসার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। ভ্যাম্পায়ার সন্দেহে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্‌বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ। স্পর্শকাতর এলাকাগুলি থেকে কর্মীদের নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি জানিয়েছে, কিছুদিন আগে মোজাম্বিকে এই ধরনের একটি গুজব ছড়িয়েছিল। কিন্তু তদন্তের পর এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রতিবাদ চিনের

বেজিং, ১১ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ চিন সাগরে বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং ঘটনাবলী নিয়ে বহুদিন থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কে প্রধানত অভিযোগ উঠেছে চিনের বিরুদ্ধে। এবার সেখানেই ঢুকে পড়েছে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। ঘটনায় ক্রুদ্ধ চিন রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। চিনের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, মার্কিন নৌবাহিনীর একটি মিসাইল ডেস্ট্রয়ার গতকাল চিনের আন্তর্জাতিক জলসীমার অতিক্রম করে। জায়গাটি দক্ষিণ চিন সাগরের সাংশা দ্বীপের কাছে। খবর পাওয়া মাত্র বিদেশি যুদ্ধজাহাজকে চিহ্নিত করতে সেখানে একটি যুদ্ধজাহাজ ও বিমান পাঠায় বেজিং। মার্কিন জাহাজকে চিহ্নিত করার পর আমেরিকাকে সতর্কও করে চিন। বলা হয়, ওই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে।

কী বলেন রাষ্ট্রপতি, শুনছেন কাতালুনিয়ার স্বাধীনতাকামীরা। - পিটিআই

কাতালুনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা স্থগিত হল

মাদ্রিদ, ১১ অক্টোবর ঃ গণভোটে স্বাধীনতার পক্ষে নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মত দিলেও কাতালুনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা কার্লোস পুজদেমন সহ প্রাদেশিক আইনসভার অন্য সদস্যরা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণাপত্রে সই করেছেন। পুজদেমন বলেছেন, স্পেন সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলা পর্যন্ত তাঁরা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখছেন। এবিষয়ে স্পেনের কাছ থেকে অবশ্য কোনো ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।

স্বাধীনতাকামীরা তাঁদের ঘোষণাপত্রে বলেছেন, 'কাতালুনিয়াকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আমরা বিশ্বের সব দেশ ও সংস্থার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।' যদিও স্বাধীন কাতালুনিয়া রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে পরোক্ষে খারিজ করে দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। রাষ্ট্রজোটের তরফে জানানো হয়েছে, স্পেন থেকে আলাদা হলে ইইউ-র সদস্যপদ পাবে না কাতালুনিয়া। স্পেন সরকার বলেছে, ১ অক্টোবরের গণভোটকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না তারা। তাদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশকে উপেক্ষা করে এই গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ নির্বাচনে অংশ নেননি। মাত্র ৪৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এই ধরনের বেআইনি কাজকে স্বীকৃতি দেবে না সরকার।

কাতালুনিয়ার স্বাধীনতাপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে কোনোভাবেই আলোচনায় বসতে রাজি নয় স্পেন। সেদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী সোরায়া সায়ানেজ দ্য সান্তামারিয়া বলেন, কোনো প্রদেশের স্পেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই। আইনের মধ্যে থেকেই আলোচনা হতে পারে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রাজয়।

প্রসঙ্গত, স্পেনের জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ কাতালুনিয়ায় বাস করলেও সেদেশের জিডিপির ১৯ শতাংশের অংশীদার এই অঞ্চল। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ২০.৭ শতাংশ যায় কাতালুনিয়ায়। ১৯৭৮ সাল থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা বিশেষ অধিকার ভোগ করছে। ২০০৬ সালে নতুন আইন পাস করে কাতালুনদের আলাদা জাতির মর্যাদা দিয়েছিল স্পেন সরকার। কিন্তু পরে সাংবিধানিক আদালতের নির্দেশে তা বাতিল হয়ে যায়।

১৩ নভেম্বর থেকে শুরু শীতকালীন অধিবেশন

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ আগামী ১৩ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে শুরু হতে চলেছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। এদিন সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষাকালীন অধিবেশনে স্থান না পাওয়া বহু বিল পেশ হবে এই অধিবেশনে। সরকারিভাবে এখনও তেমন কোনো নির্দেশিকা না এলেও সংসদীয় কার্যনির্বাহীমন্ত্রকে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। অন্যদিকে, দেশীয় বাজারে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত তেলের আকাশছোঁয়া দাম, গৈরিকীকরণের রাজনীতি, অমিত-পুত্র জয় শা-এর 'অপ্রত্যাশিত' সম্পত্তি বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত, এমন সব ইশ্যু নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে তৈরি হচ্ছে বিরোধীরা। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের শেষে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংসদে সরকারকে চাপে ফেলার নানা কৌশল নিচ্ছে বিরোধী শিবির।

বৌদ্ধ-মুসলিম উত্তেজনা কমাতে সক্রিয় সু কি

নেপিদ্য, ১১ অক্টোবর ঃ রাখাইনে মায়ানমারের সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের হিসেবে ১৭ লক্ষ রোহিঙ্গার মধ্যে ৯ লক্ষই এখন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এএইচ মেহমুদ আলি জানিয়েছেন, রাখাইনে এতদিন বুথিডং ও মংডু অঞ্চলে রোহিঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এখন এলাকা দুটি কার্যত রোহিঙ্গাশূন্য। এখনও সেখানে অভিযান চালাচ্ছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী কমিশন জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার প্রবণতা কিছুটা কমলেও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তা ফের গতি পেয়েছে। মায়ানমার সেনার শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ইঙ্গিত দিয়েছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই পরিস্থিতিতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে ইয়াঙ্গনে সর্বধর্ম প্রার্থনার আয়োজন করেছিল আঙ সান সু কি-র দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি (এনএলডি)। সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন ধর্মের কয়েক হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাদের অনেকের হাতে সু কি-র ছবি দেখা গিয়েছে। ১০ অক্টোবর প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সব ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলেন মায়ানমারের গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম নেতা হাফিজ মুফতি আলি । রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিকত্ব না থাকায় তাদের কোনো প্রতিনিধি সেখানে হাজির ছিলেন না।

রাখাইনে সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর এই প্রথম এত জোরালো ভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বার্তা দিল সু কি-র দল। পর্যবেক্ষকদের মতে, এনএলডি-র উপর প্রথম থেকেই বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের প্রভাব রয়েছে। ২০১৫ সালের ভোটে একজন মুসলিমকেও প্রার্থী করেনি তারা। কিন্তু রাখাইনে সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর ইয়াঙ্গনের প্রার্থনায় যেভাবে মুসলিম প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শাসকদল তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে বিরূপ রিপোর্ট

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর ঃ বিশ্ব ব্যাংকের পাশাপাশি, এ বার আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারও (আইএমএফ) ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে বিরূপ রিপোর্ট দিয়েছে। ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হারের যে পূর্বাভাস তারা আগে দিয়েছিল, তা থেকে তারা সরে এসেছে। গত এপ্রিল ও জুলাইয়ে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক রিপোর্টে তারা পূর্বাভাস দিয়েছিল, ২০১৭-এর শেষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৭.২ শতাংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্টে বৃদ্ধির হারের মান ০.৫ শতাংশ কমিয়ে ৬.৭ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। আর্থিক বৃদ্ধির হারের এ হেন অবনমনের জন্য তারা দায়ী করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিমুদ্রাকরণ তথা নোটবন্দি এবং পণ্য পরিসেবা কর (জিএসটি) নীতি চালু করার কর্মসূচিকে। মঙ্গলবার ফান্ড ব্যাংক বার্ষিক বৈঠকের অনুষ্ঠানে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক-এ আইএমএফ দাবি করেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়াবে ৬.৭ শতাংশে। মূলত গত বছর নভেম্বরে নোট বাতিল এবং চলতি বছরের জুলাইয়ে জিএসটি চালু করাকেই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে আইএমএফ। এ ছাড়া, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-ও (ওইসিডি) চলতি অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। আর্থিক অধোগতির জন্য নোট বাতিল এবং জিএসটি-কে দায়ী করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। একমাত্র সামান্য আশার কথা শুনিয়েছে বিশ্বব্যাংক। তারা বলেছে, চলতি বছরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.০ শতাংশ হবে। তবে এটাও তাদের আগের পূর্বাভাসে দেওয়া হারের চেয়ে কম। ভারতের চলতি অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য নিয়ে ঠিক কী বলেছে বিশ্বব্যাংক? বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস, ২০১৫-র ৮.৬ শতাংশ থেকে কমে ভারতের জিডিপি-র হার কমে ২০১৭-তে ৭.০ শতাংশ হতে পারে। বিমুদ্রাকরণ এবং জিএসটি চালু করার জন্য এই পতন হতে পারে বলে তারা জানিয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি লগ্নির ক্ষেত্রে যেসব বাধা এখনও রয়ে গিয়েছে, তার জেরেও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে বলে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতি সম্পর্কে ষান্মাসিক রিপোর্টে তারা এই বক্তব্য পেশ করেছে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের জিডিপির হার ২০১৫-১৬-র ৮.০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬-এ ৭.১ শতাংশ এবং ২০১৭-এ প্রথম ত্রৈমাসিকে তা আরও কমে ৫.৭ শতাংশ হয়েছে। তারা উদ্‌বেগের সঙ্গে বলেছে, ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার কমার প্রভাব পড়বে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায়।

আধার সুরক্ষা নিয়ে সওয়াল জেটলির
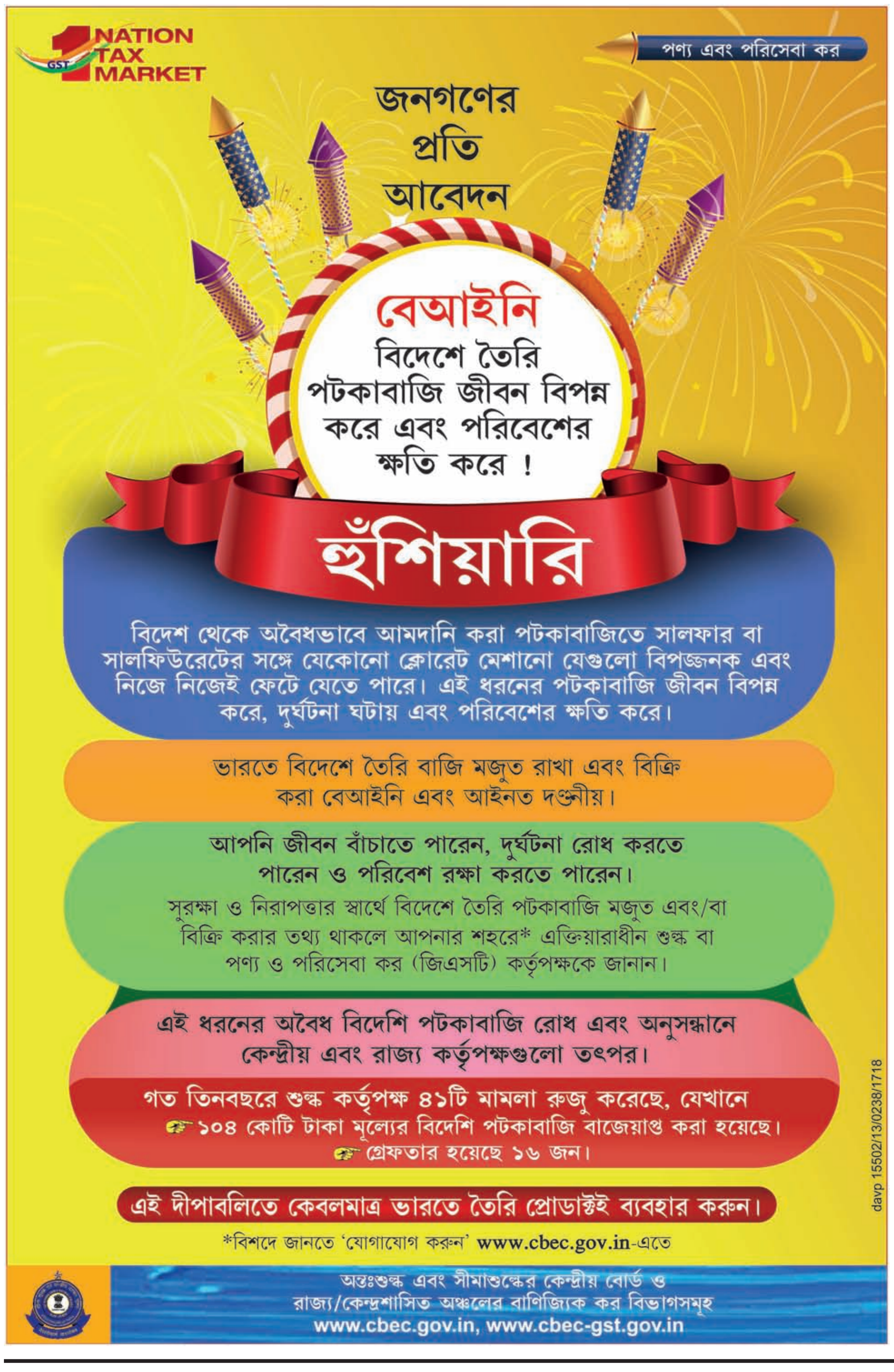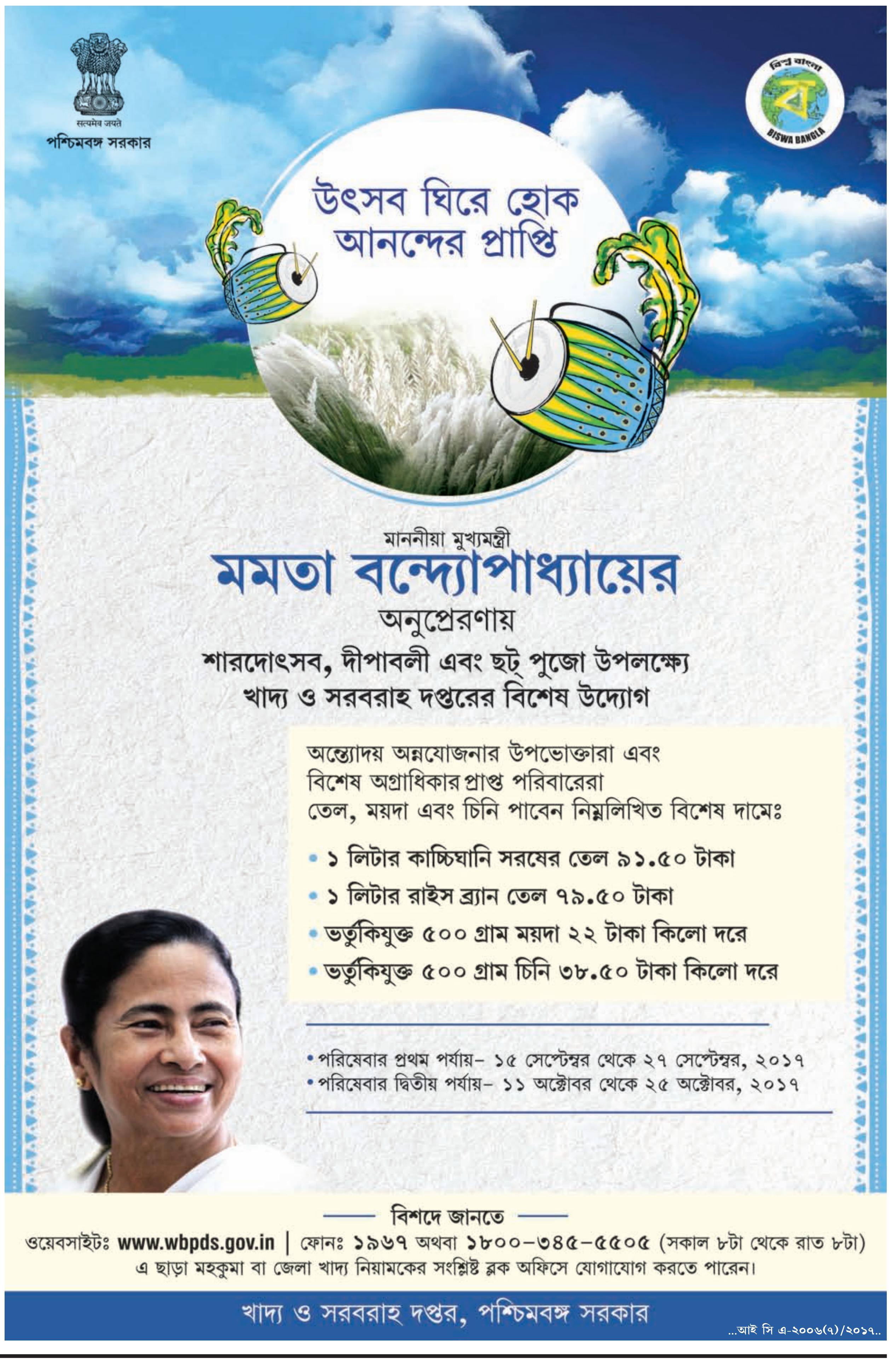
ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর ঃ আধার কার্ডে সঞ্চিত নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এ বিষয়ে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। মার্কিন মুলুকে বসে এ দিন আবারও এই কথা জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তিনি বলেন, সম্প্রতি, নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত যে রায় দিয়েছে, তাতেও সুরক্ষিত রাখা হয়েছে আধার কার্ডকে। গত আগস্টে সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কারণ, ব্যক্তির গোপনীয়তা তার জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। শীর্ষ আদালতের ৯ বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেওয়ার পর আধার কার্ড সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কারণ, আধার কার্ড তৈরি করতে গিয়ে বহু ব্যক্তিগত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়েছিল সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের। এ দিন জেটলি বলেন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত শীর্ষ আদালতের রায়ের সঙ্গে আধার কার্ড কর্মসূচির কোনো বিরোধ নেই। কারণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার বললেও, এই বিষয়ে কয়েকটি ব্যতিক্রমী অবস্থার কথাও উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, বেআইনিভাবে নাগরিককে তার জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।